অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনের সারাংশ সুব্যবস্থিত উপকুল অঞ্চল (Costal Management Zone) খসড়া বিজ্ঞপ্তি পত্রের (২০০৮) (তাং ১৬.০৭.২০০৯) পর্যালোচনা।

১. উপকুল পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রীপরিষদ ১৯৯১ সালে উপকুল নিয়ন্ত্রিত এলাকা (CRZ – Coastal Regulation Zone) বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত উপকুল অঞ্চলের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

২. ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সালের কার্যকালের এই বিজ্ঞপ্তি পত্রে ২৫ টি সংশোধনী আনা হয়।

৩. বিষয়গুলিকে বিশদভাবে পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রীসভা অধ্যাপক স্বামীনাথনের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ২০০4 সালের জুন মাসে। কমিটি তার প্রতিবেদন জমা দেয় ২০০5 সালে। এই কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা একটি 'খসড়া' উপকুল সুব্যবস্থিত অঞ্চল Coastal Management Zone (CMZ) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে (০১.০৫.২০০৮) পরে ০৯.০৫.২০০৮ তারিখে এর একটি সংশোধনীও প্রকাশ করা হয়। যার মাধ্যমে জনসাধারণের আপত্তি ও সুপারিশ আহ্বান করা হয়, বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে, ১৯৮৬ সালের 'পরিবেশ সুরক্ষা আইন' অনুসারে। পুনরায় রাজ্য সরকারের অনুরোধ ক্রমে ঐ খসড়া জ্ঞাপিত হয় ২২.০৭.২০০৮ তারিখে। আপত্তি ও সুপারিশ জানানর সময় সীমা বাড়ান হয় রাজ্য সরকারের অনুরোধ ক্রমে। পরিবেশ সুরক্ষা আইনানুসারে বিজ্ঞাপিত হওয়ার ৩৬৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত না হলে খসড়া বিজ্ঞপ্তি বাতিল হয়ে যায়।

৪. মন্ত্রীসভা নির্দিষ্ট Centre for Environment Education, আমেদাবাদ কে দায়িত্ব দেওয়া হয় ২০০৮ সালের খসড়া উপকূল সুব্যবস্থিত অঞ্চলের বিষয়ে উপকুলবর্তী রাজ্য সমূহের স্থানীয় অধিবাসী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির মতামত গ্রহণের জন্য।

৫. প্রচুর পরিমানে ঐ খসড়া বিজ্ঞপ্তির সুপারিশ ও বিরোধিতা সরকার পেতে থাকেন। পুনরায় CEE ও বিবরণ পেশ করেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মত বিনিময় করে। বিভিন্ন উপকুল রাজ্যের সঙ্গে ৩৫টি সভা হয় এবং প্রায় ৪০০০ লোক অংশ গ্রহণ করেন।

৬. পুনরায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও বনভূমি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় দল খসড়া CMZ র অন্তর্নিহিত দিকগুলি পরীক্ষা করেন ২০০৮-র নভেম্বর ডিসেম্বরে। সংসদীয় দলের প্রতিবেদন মন্ত্রীসভা ২০০৯-র মার্চ মাসে পায়।

৭. এই সমস্ত সুপারিশ ও সমালোচনা তথা সংসদীয় দলের পরামর্শ এবং সংঘবদ্ধ CMZ গঠনের পক্ষে মন্ত্রীসভা একটি চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি অধ্যাপক স্বামীনাথনের পৌরহিত্যে ১৫.০৬.২০০৯ তারিখে গঠন করে। এই কমিটির কার্যসীমা নির্ধারিত হয় –

(i) খসড়া CMZ ২০০৮ বিজ্ঞপ্তি পত্রের সম্পর্কিত যে মতামত গুলি মন্ত্রীসভা পেয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ।

(ii) এই নীতি নির্ধারন ও আইন কাঠামো নিরূপনের সম্পর্কে নির্দেশ দান।

➢ খসড়া CMZ বিজ্ঞপ্তি পত্র ২০০৮ সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের মিটিংগুলি হল নিম্নপ্রকার –

➢ জুন ২৭, ২০০৯ – উপকুল নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ও উপকূল ব্যবস্থিত অঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনার উদ্দেশ্যে।

➢ জুলাই ৭, ২০০৯ – কেন্দ্র রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য।

➢ জুলাই ৮, ২০০৯ – ব্যবসা সংগঠনগুলির (Chamber of commerce and Industry) প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

➢ জুলাই ১১, ২০০৯ – বেসরকারী ও মৎসজীবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

➢ জুলাই ১৬, ২০০৯ – প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে।

৮. বিশেষজ্ঞ দলটি তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন ১৬.০৭.২০০৯ তারিখে এবং মন্ত্রীসভা সেই প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ দলটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গোচরে আনেন।

➢ CMZ বিজ্ঞপ্তি পত্র সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিরোধিতা আছে। আটটি রাজ্য সরকার, যারা লিখিত মতামত পেশ করেছেন এবং সুপারিশ করেছেন যাতে CMZ ২০০৮ বাতিল করা হয়। মৎসজীবিরাও CMZ–২০০৮ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি পরিবেশবাদী বেসরকারী সংস্থাগুলিও।

➢ একটি ব্যাপক বিস্তৃত ধারণা হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থিত অবস্থায় যা খসড়া বিজ্ঞপ্তি পত্রে প্রস্তাবিত তা ভুল ব্যবস্থা ও অপব্যহারের জন্য উন্মুক্ত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্বার্থকতা আছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল অনেক অনিশ্চয়তা আছে set back - lineর ক্ষেত্রে।

➢ প্রত্যেকটি দলের অভিমত ছিল setback - line টি বৈজ্ঞানিক ও তথ্য সংকলণের নানা সমস্যা বহুল এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

➢ আশঙ্কা করা হচ্ছে যে setback line বিভাজন ও সুসংঘবদ্ধ উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা নিরূপণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তা অনুমোদনের মধ্যবর্ত্তী সময়কালটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীদের পক্ষে বিপুল কার্যক্রম গ্রহণের সময়কাল হয়ে উঠবে।

➢ এও বলা হয়েছে যে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার দিকটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি পত্রে উপেক্ষিত হয়েছে।

➢ বহু সংস্থাই চেয়েছে যে তাদের প্রতিনিধিরা যেন সুস্থায়ী উপকূল অঞ্চলের জাতীয় বোর্ডে (National Board for Sustainable Coastal Zone Management) অন্তভুর্ক্ত হন, যার সদস্য সংখ্যা বর্ত্তমানে বত্রিশ (৩২) জন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

➢ প্রস্তাবিত গোষ্ঠীগুলি একদিকে খসড়া বিজ্ঞপ্তি পত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে, তেমনই তুলে ধরেছে বর্তমান CRZ ব্যবস্থার নানা সমস্যার কথা। এবং CRZ বিজ্ঞপ্তি পত্রের বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে বর্তমান বলবৎ কারী ব্যবস্থাটি দুর্বল এবং এর লঙ্ঘনই সার্বজনীন।

কমিটির নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছে ঃ–

ক) CRZ লঙ্ঘন ঘটনার রোধের জন্য উপগ্রহ প্রযুক্তির সাহায্যে শক্তিশালী নজরদারি, প্রতিষ্ঠানগুলি সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ ও আইনী সংস্কার।

➢ উপগ্রহ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে উপকূলের মানচিত্র গঠন ও লঙ্ঘন সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গেই নজরদারি করা সম্ভব। কমিটির মতে পরিবেশ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত করবে একটি জাতীয় স্তরের কার্যক্রম, যাতে উপকুলটি যথাযথ মানচিত্রায়িত করা যায় এবং প্রযুক্তির গঠন হবে এমন যাতে কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পরিবর্তন বা লঙ্ঘন ঘটনা তৎক্ষণাৎই আসে।

- বিভিন্ন নিয়মকানুনের অনুমোদন প্রক্রিয়াটি তরান্বিত করা অত্যন্ত জরুরী। অতিরিক্ত উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা পরিবেশের সাযুজ্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে লক্ষ্য করা গেছে যে রাজ্য কর্তৃপক্ষ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার শীর্ষে থাকেন একজন পরিবেশ সচিব, মূলত প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য বিবেচনা করেন। ফলত এই সব কর্মকর্তারা, মূলত যাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ক্রমে গঠিত করা হয়েছে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার জন্য, খুবই অল্প সময় পেয়ে থাকেন।
- রাজ্য উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি দরকার। বিশেষতঃ উন্নত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তথ্যের উৎস গঠন করা দরকার। CRZ সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্র প্রকাশ এবং EIA অনুমোদনের জন্য WEB সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা উচিত।
- EP Act 1986 এর পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন, যাতে উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়। বর্তমানে EP আইন (ধারা ২১ ও ২২) লঙ্ঘন দুর্বোধ্য নয় বা জামিন যোগ্যও বটে, যদিও এগুলি সকল কার্যকারিতার প্রতিবন্ধক।

খ) CRZ -এর সংশোধনের মাধ্যমে মৎস্যজীবি পরিবার বর্গের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাদান।

CRZ III তে বসবাসকারী মৎস্যজীবিদের সম্পর্কিত সুপারিশঃ

- CRZ বিজ্ঞপ্তিপত্র, 1991 অনুযায়ী CRZ III চিহ্নিত এলাকাটিতে মৎস্যজীবি সহ বহু গ্রামীণ মানুষ বসবাস করেন। এই অঞ্চলে, HTL থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা ‘‘উন্নয়ন বহির্ভূত’’ এলাকা এখানে কোন প্রকার নির্মান অনুমোদিত নয়। ভূমি অঞ্চল সূচক (Floor space Index FSI) এবং বর্তমান ভিত্তিভূমি ও বর্তমান ঘনত্ব (১৯৯১ দ্বারা সীমায়িত) অনুযায়ী অনুমোদিত ধাঁচগুলি সারাই ব্যতীত এই উন্নয়ন বর্জিত এলাকায় চাষাবাদ, বাগান নির্মাণ, গোচরণ, উদ্যান, খেলার মাঠ এবং বনসৃজন অনুমোদিত। এছাড়া নির্মান, পুণঃ নির্মান বসবাসের জন্য ২০০-৫০০ মিটার HTL থেকে অনুমোদিত, যদি তা সাবেকী অধিকার ভুক্ত হয় এবং প্রথাগত ব্যবহার, যেমন ধীবর গ্রাম বা গোচারণের জন্য হয়। নির্মান

বা পুনঃনির্মান শর্ত সাপেক্ষ। এই এলাকায় স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য পরিকাঠামো যেমন সাধারণ বৃষ্টি নিবারক ধাঁচা, সাধারণ শৌচাগার, জল সরবারহ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি অনুমোদিত। শর্তসাপেক্ষ বাড়ীঘর নির্মান বিষয়টি, যা ১৯৯১ সালের FSI (একতালার পরে দুটি তল ৯ মিটার উচ্চতা সর্বাধিক) কয়েকটি মৎস্যজীবি সংগঠন উত্থাপিত করেছেন। তারা আরো ভূমি পরিমাণে বৃদ্ধি চেয়েছিল তাদের সংসার বৃদ্ধির কারণে এটা গ্রহণযোগ্য, যদিও যে কোন পরিবর্তন তাদের বংশানুক্রমিক ভাবে ঐ মূল্যবান সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করে। কমিটি মনে করে যে সরকার ঐ বিষয়ে আলোচনা করবে এবং মালিকানা ও ব্যবহারগত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে Zone III তে FSI বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জীবন ও জীবিকা কার্যাবলী বিষয়ে পরামর্শ ঃ–

➢ মৎস্য জীবিদের জীবিকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা – তাদের পেশাগত কার্যকলাপ যেমন মাছ শিকার – 1991 CRZ বিজ্ঞপ্তিতে অস্পষ্ট ছিল বলে মনে করা হয়েছে। ফলতঃ বহুক্ষেত্রে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় দাবি তুলেছে যে তাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে CRZ 1991 তে খুব বিস্তৃত রূপে তাদের কার্যকলাপ, যা তাদের সাবেক জীবিকা প্রণালী সম্পর্কিত, যেমন মাছ শুকান, নিলাম ঘর, জাল বোনার স্থান প্রভৃতি আলোচিত হয়নি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে, যা মৎস্যজীবিদের জীবন যাত্রা ব্যাহত করে। কমিটি তাই সুপারিশ করেছে যে CRZ বিজ্ঞপ্তি পত্র 1991 এই জাতীয় সকল কার্যকলাপের তালিকাটি পুনঃ বিবেচনা করে অনুমোদন তালিকা ভুক্ত করবে CRZ II এবং CRZ III এলাকায়। তালিকাটি যথাযথরূপে খতিয়ে দেখা হবে যাতে কোনো অপব্যবহার না হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মৎস্য প্রক্রিয়া এককগুলি অনুমোদক তালিকাভুক্ত করা। যদিও এগুলি আকারে বড় হতে পারে, দূষণ ছড়াতে পারে বা মৎস্যজীবি নয় এমন শ্রেণীর মালিকানা ভুক্ত হতে পারে।

➢ CRZ III এর উন্নয়ন বর্জিত এলাকায় – (০–২০০ মিটার) মৎস্যজীবিদের আবাস অনুমোদন যোগ্য, কিন্তু অন্য অর্থনৈতিক কাজকর্ম যেমন পর্যটন অনুমোদিত নয়। মৎস্যজীবিদের মালিকানার বিষয়ে একটি ক্রমবর্ধমান দাবি কিন্তু থেকেই গেছে। যতই আইন সঙ্গত হোক, এটি এই এলাকায় পর্যটন বৃদ্ধি ঘটাবে এবং তখন এর মালিকানা বা পরিধি নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়বে। কমিটি মনে করে এই বিষয়ে সংশোধনীটি যদি বিবেচ্য হয় তবে তার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

মৎস্যজীবিদের আইনি অধিকার বিষয়ক সুপারিশ ঃ

➢ কমিটি মৎসজীবিদের জীবিকা ও বাসস্থান চ্যুতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির শুনানী করেছে। যেমন মুম্বাইয়ের ভেরসোভাতে, অন্ধ্রের উপকূলে মছলি পট্টনমে এবং গুজরাটের মুন্দ্রাতে – বিপুল উন্নয়ন কর্মসূচী – আবাস স্থল থেকে বন্দর – মৎস জীবিদের বাস এলাকা ও তাদের জীবিকাকে বিপর্যস্ত করেছে। বড় বড় ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ও গৃহনির্মান প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে কিভাবে বহুদিন যাবৎ এরা কঠিন সংগ্রাম করেছে তা পুণরায় বিবেচিত হয়েছে। এই কমিটি CMZ এর পুনর্মূল্যায়ন করে দেখেছে যে বংশানুক্রমে বনে বসবাসকারীদের নিয়মের (Traditional Forest Dweller's Act, 2006) অনুরূপ বংশানুক্রমিক মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক দ্বারা পৃথক আইন প্রণয়ন প্রয়োজন এবং অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের ঋণের প্রস্তাবিত সুপারিশটি ঐ কমিটি লোকসভার কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে পাঠিয়েছে।

গ) স্থান-নির্দিষ্ট সংশোধনীর দ্বারা মুম্বাই-এর উন্নয়ন ও পুনরুন্নয়নের সমস্যা সমাধান

➢ কমিটি মুম্বাই এবং তার পুনরুন্নয়নের গুরুত্ব স্বাকীর করে নিয়েছে। যদিও এটা পরিস্কার নয় যে কিভাবে পুনরুন্নয়ন একটি শহরের কিয়দংশের জন্য যা নির্দিষ্ট সামগ্রিক উপকূল নিয়ন্ত্রণ উল্লঙ্ঘন না করেই করা সম্ভব সারা দেশের CRZ II অঞ্চল সাপেক্ষে। কমিটি সুপারিশ করছে যে সরকার যেন সতর্কভাবে এই বিষয়টি বিবেচনা করেন, সম্ভবতঃ শর্তসাপেক্ষ নির্মাণ অনুমোদন দান করে কিছু বিশিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট ভবন সম্পর্কে।

ট) ভবিষ্যৎ জলস্তর বৃদ্ধি ও সমুদ্র অস্থিরতা বিষয়ে প্রতিকার ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার নীতির সূচনা।

➢ কমিটি মনে করে যে দেশের উপকুল অঞ্চল ভবিষ্যতে জলস্তর বৃদ্ধির ও ঝড় ও বাণের হার বৃদ্ধির আশঙ্কার সম্মুখীন। এই সব পরিণতি শুধু উপকুল অঞ্চল অধিবাসীদের উপদ্রুত করবে না, সামগ্রিক ভাবে উপকুল সংলগ্ন ভূব্যবস্থাকেই ব্যাহত করবে যা কোটি কোটি মানুষের জীবিকার যোগান দেয়। মন্ত্রকের অবশ্যই কর্তব্য হওয়া উচিত উপকুল বরাবর ক্ষয়প্রবণতা ও সমস্যাবলীর সীমারেখা নির্ধারণ করা জলস্তর বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সর্ববিধ বর্তমান ও ভবিষ্যত আশঙ্কা থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য হবে।

ঝ) সমুদ্র দিক থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সঙ্কটের থেকে সুরক্ষাটি ও এমনভাবে অর্ন্তভুক্ত করা যাতে মৎস্যজীবিদের জীবন ও জীবিকা ব্যাহত না হয়।

➢ উপকুল পরিবেশ সমুদ্র জলের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আমরা সমুদ্রজলের সম্পর্কে পরিকল্পনা না নিয়ে ভূমি বিষয়ক পরিকল্পনা নিতে পারি না। উপরন্তু জমিতে দূষণ বা নির্মাণ এসবেরই প্রভাব আছে সমুদ্র জলের ওপর।

➢ কমিটি তাই মনে করে যে সমুদ্রের দিকটিও CRZ 1991 অন্তর্গত হওয়া দরকার। কিন্তু ঐ সংশোধনীটি নিশ্চয় করে মৎস্যজীবিদের উদ্বেগ বিষয়টি গোচরে রেখে কঠোর ও কার্যকরী সুরক্ষা প্রদান করবে।

ঞ) প্রতিটি স্তরে গবেষণা ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

➢ এটা স্পষ্ট যে উপকুলবর্তী অঞ্চল নানা সমস্যা জর্জরিত। কিন্তু এগুলির যদি সুবন্দোবস্ত করতে হয়, তবে প্রয়োজন উপকুল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক বিপুল ফাঁক আছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আহরিত জ্ঞানের সামান্য ব্যবহার। এটা পরিষ্কার যে আমাদের প্রয়োজন বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান গুলির সামর্থ্য বৃদ্ধি, যাতে উন্নততর সিদ্ধান্ত নেওয়া বা উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপক নতুন প্রতিষ্ঠান খোলা যায়।

➢ এছাড়া সহনশীল উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা জাতীয় বোর্ড গঠন করা যেতে পারে, মন্ত্রক সভা ও রাজ্য সরকারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং সামান্য মীমাংসা বিশ্লেষণ সহ নীতি ও আইনি বিষয়ের জন্য।

➢ এটিও বাধ্যতামূলক যে রাজ্য সরকার ব্যক্তি মালিকাধীন নির্মান সংস্থাগুলি দ্বারা নির্মিত ভবন সম্পর্কে রাজ্য সরকার তাদের নীতি পুনঃ বিবেচনা করবেন এই CRZ অঞ্চলের ক্ষেত্রে। সরকার জন-অর্থের ব্যবহার, এই অঞ্চলে বাসস্থান নির্মানের জন্য বিবেচনা করবেন যাতে বর্তমান অধিবাসীদের সমস্যা দূর করা যায় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ নিরপত্তাও বিঘ্নিত না হয়।

ঘ) বন্দর বিস্তৃতির ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধির সূচনা যা উপকূল এলাকাও প্রভাবিত কারী উক্ত ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাব সাপেক্ষে

➢ কমিটি মনে করে, এই জাতীয় সকল উন্নয়ন উপকুল অঞ্চলের ভয়ের কারণ। বিশেষ করে সাগর বেলার ব্যাপক ক্ষয় ও তীর সীমার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেহেতু প্রচুর বন্দর নির্মানে আগ্রহী এই সব তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে এবং সেগুলি উপকুল অঞ্চলের অপূরনীয় ক্ষয় সাধন করবে, তাই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছে।

(i) সরকার অবিলম্বে এই প্রভাবগুলি সম্পর্কে এই অঞ্চলের প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করবেন। বর্তমানে অবস্থিত বন্দরগুলি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্তবর্তী কালে নতুন প্রকল্প শুরু করার ক্ষেত্রেও অনুমোদন বাঞ্ছনীয় নয়।

(ii) CRZ 1991 সংশোধন করা দরকার সমুদ্র দিক থেকেও যাতে বন্দর প্রকল্প গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় সমুদ্র ও তীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে।

(iii) ৯ই জানুয়ারী, ২০০৯ EIA বিজ্ঞপ্তি পত্রের ক্ষেত্রেও সংশোধনী দরকার, যাতে আধুনিকীকরণ বা বৃদ্ধির প্রস্তাবের দ্বারা দূষণ চাপ বা জল বা ভূমি বা এই সব গুলিই একসঙ্গে সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলে পরিবেশ বিষয়ক ছাড় পেতে পারে।

ঙ) তরল বর্জ্য সমুদ্রে মেশার ক্ষেত্রে কঠোরতর মান নির্দেশ করা যাতে এগুলি ভূমি দূষণ প্রতিরোধের সস্তা বিকল্প না হয়ে ওঠে।

➢ কমিটি জোরদার রূপে সুপারিশ করছে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় সমুদ্র দূষণ প্রশমিত করার জন্য। এটি সুপারিশ করছে সমুদ্রে তরল বর্জ্যের মান নির্ধারনে পরিবর্তন সাধন যাতে কঠোর তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা থাকে এবং জনসাধারণের অন্যের অধিকার থাকে – সমুদ্রজলের গুণমান বিষয়ে। এবং জলের নীচ দিয়ে যাওয়া বর্জ্য নিকাশী নল গুলি বাতিল করা দরকার CRZ 1991 এ সংশোধন এনে।

চ) আলোচনা ও বিবেচনার পরে আন্দামান ও নিকোবর তথা লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপসমূহে নূতন ব্যবস্থাপনার সূচনা।

➢ CRZ 1991 বিজ্ঞপ্তিপত্র আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপে সমভাবে সর্বত্র ৫০০ মিটার পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে বলে কমিটি লক্ষ্য করেছে। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন মাপের দ্বীপগুলি বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

➢ কমিটি মনে করে যে সুসংঘবদ্ধ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক দ্বীপ সুরক্ষা অঞ্চল তৈরী করা যেতে পারে। এই বিজ্ঞপ্তি পত্র, বিশেষতঃ মৎস্যজীবির সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট, বাস্তু সংস্থান আর্থ সামাজিক বিষয়, সমুদ্রস্তর উত্থান এবং সহনশীলউন্নয়ন তথা ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ র সুনামির প্রভাব সমভাবে বিবেচনা করবে। স্থানীয় প্রশাসন ও অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ও আলোচনা সাপেক্ষে দ্বীপসমূহ সুরক্ষা অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি পত্র স্থির করা দরকার।

ছ) নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থার সূচনা – যেমন সঙ্কট জনক ভাবে ক্ষতিপ্রবণ উপকূল এলাকা – এই জাতীয় সংরক্ষণাদির প্রভাব, স্থানীয় অধিবাসী বিশেষতঃ মৎসজীবি সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশদ বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষে।

➢ উপরন্তু, কমিটি সচেতন যে বড় সামুদ্রিক উদ্যান, অভয়ারাণ্য, জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি এই উপকুল অঞ্চলে অবস্থিত – যেমন চিলকা, পুলিকট, পির্চাভয়ম, মানারখাঁড়ি, ভেমবানা, করিঙ্গা, কঙ্গের খাড়ি ইত্যাদি – সেখানেও প্রচুর মৎসজীবির বসবাস। এই বিশাল ভূত্বক বিশেষ মনোযোগ দাবি করে যেহেতু এগুলি স্থানীয় মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করে এবং উন্নয়নের ফলে প্রভাবিত হয়।

➢ কমিটি সুপারিশ করে যে মন্ত্রক উপরোক্ত বিষয়গুলি সাপেক্ষে একটি সঙ্কট জনক রূপে ক্ষয় প্রবণ উপকুল অঞ্চল গঠন করার বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

জ) সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করে ম্যনগ্রোভ (বাদা বনের) সুরক্ষা বৃদ্ধি।

➢ অধিকন্তু, কমিটি মনে করে যে বর্তমান ও সম্ভাব্য বাঁদা অঞ্চল গুলির জন্য মন্ত্রক একটি দেশব্যাপী নানা চিত্রায়ণ করবেন ।এতে থাকবে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বাদা অঞ্চলের জন্য, যা সুরক্ষিত করা হবে এবং অন্য উপযুক্ত অঞ্চল বনসৃজনের জন্য, যেমন এতে পুনরুদ্ধার গ্রীণ ইন্ডিয়া প্রকল্প পরিকল্পনাও থাকবে ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল, বালুবেলা উপকুল ইত্যাদি অঞ্চলের জন্য। প্রত্যেকটি বাদা অঞ্চল সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত হবে একটি প্রাকৃতিক বর্ম ও সমুদ্র প্রজনন এলাকা রূপে।